# BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ১০

## Lecture Contents

- ❑ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
- ❑ বাংলাদেশের গণমাধ্যম
- ❑ সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

## রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ। আধুনিক গণতন্ত্র হলো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে তাই দলীয় সরকার বলা হয়। রাজনৈতিক দল হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলের বাইরে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও রয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো স্বেচ্ছামূলক সংগঠন/ গোষ্ঠী, যা সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

### ⇒ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

১. **রাজনৈতিক সংগঠন:** রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। তবে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হয়, কর্মকাণ্ড চালাতে হয় এবং মত প্রকাশ করতে হয়।

২. **সম-আদর্শে বিশ্বাসী:** রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। নীতি-আদর্শের মিলই তাঁদের মধ্যে মিলনের বন্ধন হিসেবে কাজ করে।

৩. **নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আরোহন:** রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হয়।

৪. **জনমতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান:** জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয় লাভের চেষ্টা করে।

৫. **দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ:** রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।

৬. **জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ:** রাজনৈতিক দল দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা দলীয় নীতি-আদর্শের আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৭. **সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি:** রাজনৈতিক দল হচ্ছে কতগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত একটি জনসমষ্টি।

৮. **ক্ষমতা লাভ :** রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা।

৯. **সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি :** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে। আদর্শের দিক থেকে কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ হয়।

১০. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতৃত্ব :** প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তৃত থাকে।

১১. **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ :** আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অধিকতর।

### ⇒ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

১. **জনমত গঠন:** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস হলো জনগণ। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয় ও সচেতন জনমত।

২. **সরকার গঠন:** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে। জনগণ এর মধ্য থেকে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করে।

৩. **ভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ:** জনগণ সাধারণত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। জনগণের ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে সংগঠিত করতে পারে একমাত্র রাজনৈতিক দল।

৪. **জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন:** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে। সরকারি দল ও বিরোধী দলগুলোর বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণ নিজের দেশ, দেশের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

৫. **বিরোধী বিকল্প পক্ষ:** প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলগুলো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই 'বিকল্প সরকার'।

৬. **রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য-বিবৃতি ও কর্মসূচি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে। জনগণ রাজনৈতিক দলের বক্তব্য থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি জানতে পারে।

৭. **শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন:** রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদলে সাহায্য করে। সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

৮. **সংসদীয় সরকারের জন্য উপযোগী:** সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। দলীয় শৃঙ্খলাই সংসদীয় সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় দৃঢ় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে। এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতিতেও আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই সহযোগিতার সেতু বন্ধন গড়ে তোলে।

৯. **স্বার্থের গ্রন্থিকরণ:** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group) রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে। এভাবে রাজনৈতিক দল স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest Articulaiton) করতে সাহায্য করে।

## ⇒ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম

১. **রাষ্ট্রীয় সদস্য নির্ধারণ:** আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যা বিপুল। অধিকাংশ রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের।

২. **নীতি-নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন:** রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়।

৩. **জনমত গঠন:** দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সপক্ষে 'জনমত গঠন' করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ।

৪. **প্রার্থী মনোনয়ন:** নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলের প্রার্থী মনোনয়ন করে।

৫. **প্রচারণা:** রাজনৈতিক দল নিজ দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকাজ চালায়। এর ফলে নির্বাচকমণ্ডলী দেশের জন্য কোন দলের কর্মসূচি বা নীতি উপযোগী এবং কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়া উচিত তা সহজেই এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

৬. **ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ:** রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ভোটদাতার তালিকায় কোনো নির্বাচক বা ভোটারের নাম ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ল কি না, ভোটের সময় ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কি না, ভোট গণনায় ধরে কোন অন্যায় বা কারচুপি হচ্ছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো দৃষ্টি রাখে।

৭. **সরকার গঠন:** রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।

৮. **বিরোধী ভূমিকা পালন:** গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণ-বিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে।

৯. **রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার:** রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পাওয়ার জন্য নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে প্রচারণা চালায়।

১০. **স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ:** রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরে। এর ফলে কোনো দলই গণবিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

১১. **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ:** রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

১২. **শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন:** জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরাজিত হতে বাধ্য।

১৩. **সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধন:** সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এজন্য মন্ত্রিপরিষদকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

১৪. **জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি:** রাজনৈতিক দল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ফলে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থ বা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে না।

১৫. **সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নেও দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্রে দল ও সরকার এক এবং অভিন্ন।

১৬. **স্বার্থের একত্রীকরণ:** রাজনৈতিক দল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও বিভিন্ন পেশার মানুষের স্বার্থের একত্রীকরণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## ⇒ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা- ১. একদলীয় ব্যবস্থা (One Party System) ২. দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System) ৩. বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System)

১. **একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System):** কোনো দেশে যখন সাংবিধানিকভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাকে 'একদলীয় ব্যবস্থা' বলে। একদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২. **দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System or Two-Party System):** যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয়া যায়, তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে

৩. **বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System):** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না।

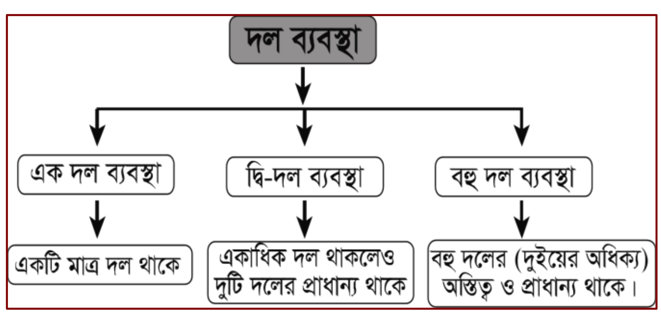

# উপমহাদেশে রাজনৈতিক দলের ইতিহাস

## ⇒⇒⇒⇒ সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে লর্ড ডাফরিনের সমর্থনে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (All India National Congress) নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

## ⇒⇒⇒⇒ মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষা সম্মেলনে বসে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রশ্নে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মত বিনিময় করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ একটি স্বতন্ত্র সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এভাবেই "সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ" নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

## ⇒⇒⇒⇒ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলটি পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। ১৯৫৩ সালে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' রাখা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

## বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ

১. মোট নিবন্ধিত দল- ৪৯টি।
২. মোট কতটি দলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়- ৫টি।
৩. সর্বশেষ নিবন্ধিত দল- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) (নোঙ্গর) ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বি.এস.পি) (একতারা)।

**⇒ বাংলাদেশে গণভোট :** বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গণভোট হয়েছে ৩টি ।

| | |
|---|---|
| প্রথম গণভোট | ৩০ মে, ১৯৭৭ |
| দ্বিতীয় গণভোট | ২১ মার্চ, ১৯৮৫ |
| তৃতীয় গণভোট | ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ |

১. প্রথম ও দ্বিতীয় গণভোট→ প্রশাসনিক
২. তৃতীয় গণভোট→ সাংবিধানিক
৩. গণভোট বাতিল হয়→ ১৫তম সংশোধনীতে।

## সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং তাদের ভূমিকা

### ⇒⇒⇒⇒ সুশীল সমাজ (Civil Society)

সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটির ধারণাটি সাম্প্রতিক। আধুনিক কল্যাণকারী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। জনসাধারণকেই স্বাভাবিক অর্থে সিভিল সোসাইটি বলা হয়। তবে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের দ্বারা গঠিত যেকোনো বেসরকারি সংগঠনই সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতারই স্বরূপ।

নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও জীবনযাপনের মাধ্যমে জীবনকাল অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্র নাগরিককে তার প্রত্যাশিত স্বাধীনতা দিতে চায় না, ফলে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পেতে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে শুরু করে, তখন সিভিল সমাজের উদ্ভব ঘটে বলে ধরে নেওয়া হয়। এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

* নাগরিক ব্যক্তি স্বাধীনতা;
* গণতান্ত্রিক অধিকার;
* রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যৌক্তিকভাবে শাণিত করা।

সুশীল সমাজ হচ্ছে মূলত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি সরকারকে জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জনগণের মতামত প্রতিফলনের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায়।

### ⇒⇒⇒⇒ সুশীল সমাজের ভূমিকা

রাষ্ট্র সমাজের একটি সংগঠন। অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে এর আনুগত্য অধিক হতে পারে না। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষমতার উপাদান মিশ্রিত। এ কারণেই রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী হবে, তা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসীতাবোধের সীমাবদ্ধতা ও মানবতার চৌহদ্দি প্রয়োজন। সরকারের প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন। ক্ষমতার বৈধ শর্ত নির্বাচন। নির্বাচনে জয়ী রাজনৈতিক দল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সর্বগ্রাসী করে তোলে এবং সিভিল সোসাইটিকে ক্ষুদ্ধ করে।

**ক্ষমতাকে প্রতিহত করা:** সুশীল সমাজের প্রধান কাজ হচ্ছে অনবরত রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী ক্ষমতাকে প্রতিহত করে তাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সহনশীল করে রাখা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার চৌহদ্দি নির্ধারণ করা।

**সন্ত্রাস প্রতিহত করা:** সুশীল সমাজের অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রতিহত করা।

**ব্যক্তির স্বাধীনতা:** ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে স্বাধীন ও সুস্থ রাখাই সুশীল সমাজের প্রধান দায়িত্ব। এর ফলে সমাজে বিস্তার লাভ করবে বিভিন্ন শুভ ও প্রয়োজনীয় বিষয়-নৈতিকতা, ক্ষমতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি।

### ⇒ সুশীল সমাজের লক্ষ্য-

- সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা;
- রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করা;
- সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা।

### ⇒ সুশীল সমাজের ক্যাটাগরি-৩টি

১. প্রাথমিক ক্যাটাগরি: ধনিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ, আমলা।
২. মাধ্যমিক ক্যাটাগরি: শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ছাত্র ইত্যাদি।
৩. প্রান্তিক ক্যাটাগরি: শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ।

## চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সরকারের বাইরের কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান যা সরকারকে বা শাসন বিভাগকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য দেয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। আলফ্রেড গ্রাজিয়ার এর মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে"।

উদ্দেশ্য অনুযায়ী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দুই প্রকার। যথা- ১. উন্নয়নমূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং ২. সংরক্ষণমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

### ⇒ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

১. বেসরকারি সংগঠন
২. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ
৩. নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন
৪. সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী
৫. সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

### ⇒ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকারভেদ

G. A. Almond এবং Powell চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ৪ ভাগে ভাগ করেছেন।

১) স্বতঃস্ফূর্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
২) সংগঠনভিত্তিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
৩) সংগঠনহীন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
৪) প্রাতিষ্ঠানিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

### ⇒ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

১. সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।
২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে।
৩. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
৪. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের আলোকে সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
৫. রাজনৈতিক প্রচার-প্রসার সংগঠিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
৬. সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
৭. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি বক্তৃতা, মিছিল-মিটিং, পুস্তিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন কিংবা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে সরকারকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।
৮. সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে, সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী হলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে সরকারকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পালনে বাধ্য করে।

## এক কথায় উত্তর

১. **গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী?**
**উত্তর:** পরম সহিষ্ণুতা।

২. **বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা কী রকম?**
**উত্তর:** বহুদলীয়।

৩. **বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভাব রয়েছে?**
**উত্তর:** গণতন্ত্র চর্চার।

৪. **বামপন্থি দলগুলোর আদর্শ কী?**
**উত্তর:** সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

৫. **ডানপন্থি দলগুলোর আদর্শ কী?**
**উত্তর:** ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী।

৬. **বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোই-**
**উত্তর:** ব্যক্তিনির্ভর।

৭. **গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা-**
**উত্তর:** আয়নার ন্যায়।

৮. **রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচী উপস্থাপন করে-**
**উত্তর:** নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট।

৯. **বিরোধী দলগুলোর দায়িত্ব কী?**
**উত্তর:** সরকারকে সঠিক পথে রাখা।

১০. **হরতাল, ধর্মঘট আহ্বান করে সাধারণত-**
**উত্তর:** বিরোধী দলগুলো।

১১. **এ দেশের হরতাল, ধর্মঘটের ধরণ-**
**উত্তর:** ধ্বংসাত্মক।

১২. **ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী-**
**উত্তর:** এক দলীয় শাসনব্যবস্থা।

১৩. **রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কাজ কী?**
**উত্তর:** জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা।

১৪. **বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী-**
**উত্তর:** প্রধানমন্ত্রী।

১৫. **কোনটি জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে?**
**উত্তর:** রাজনৈতিক দল।

১৬. **স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে?**
**উত্তর:** ৩টি।

১৭. **প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ সন্তুষ্ট নয়-**
**উত্তর:** রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে।

১৮. **১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ও বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পতন হয়-**
**উত্তর:** স্বৈরশাসক এরশাদের।

১৯. **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?**
**উত্তর:** ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে।

২০. **আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?**
**উত্তর:** ২৩ জুন, ১৯৪৯।

২১. **আওয়ামী মুসলিম লীগের বর্তমান নাম কী?**
**উত্তর:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

২২. **৬ দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল-**
**উত্তর:** আওয়ামী লীগ।

২৩. **আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী-**
**উত্তর:** শেখ হাসিনা।

২৪. **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর:** মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হক।

২৫. **সুশীল সমাজের ধারণাটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?**
**উত্তর:** দার্শনিক টমাস হবস সপ্তদশ শতাব্দীতে।

২৬. **গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ সক্রিয় সামাজিক কর্মকাণ্ড ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণকারী নাগরিক গোষ্ঠীকে কী বলা হয়?**
**উত্তর:** সুশীল সমাজ।

২৭. **সুশীল সমাজের অপর নাম কী?**
**উত্তর:** গণতান্ত্রিক সমাজ।

২৮. **'ইউরোপের মধ্যযুগের বিলুপ্তির পরেই সুশীল সমাজের উদ্ভব ঘটে'- উক্তিটি কার?**
**উত্তর:** কার্ল মার্কস এর।

২৯. **সুশীল সমাজের উপরে অবস্থান কার?**
**উত্তর:** রাষ্ট্রের।

৩০. **সুশীল সমাজের নিচে অবস্থান কিসের?**
**উত্তর:** পরিবারের।

৩১. **এল. ডায়মন্ড এর মতানুসারে সুশীল সমাজ কত প্রকার?**
**উত্তর:** ৭ প্রকার।

৩২. **কোন সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ?**
**উত্তর:** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে।

৩৩. **S. E. Finer এর মতে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোন ধরনের গ্রুপ?**
**উত্তর:** Lobby Group.

৩৪. **Almond and Powel চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন-**
**উত্তর:** ৪ ভাগে।

৩৫. **উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী-**
**উত্তর:** ২ ভাগে বিভক্ত।

৩৬. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে চাপ দেয় কে?**
**উত্তর:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

৩৭. **সুশীল সমাজ কী হিসেবে কাজ করে?**
**উত্তর:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে।

৩৮. **কোন বিশিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে এমন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কী বলা হয়?**
**উত্তর:** উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

৩৯. **সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চায়-**
**উত্তর:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

৪০. **উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে কীভাবে?**
**উত্তর:** ওয়াচডগ হিসেবে।

৪১. **সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে-**
**উত্তর:** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

৪২. **বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ কী?**
**উত্তর:** এক ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

৪৩. **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্য নাম কতটি?**
**উত্তর:** Attitude Group, Interest Group, Non-Political and Organized Group.

৪৪. **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে?**
**উত্তর:** শাসন বিভাগের কার্যক্রম।

৪৫. **সুশীল সমাজের ক্যাটাগরি কয়টি?**
**উত্তর:** ৩টি।

৪৬. **শহীদ নূর হোসেন দিবস কবে পালিত হয়?**
**উত্তর:** ১০ নভেম্বর।

৪৭. **শহীদ নূর হোসেনের গায়ে কী লেখা ছিলো?**
**উত্তর:** স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

৪৮. **শহীদ নূর হোসেন কবে শহীদ হন?**
**উত্তর:** ১০ নভেম্বর, ১৯৮৭।

৪৯. **বাংলাদেশে স্বৈর সরকারের পতন ঘটে কবে?**
**উত্তর:** ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

৫০. **আওয়ামী মুসলিম লীগ কোথায় গঠিত হয়?**
**উত্তর:** কে. এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে।

৫১. **আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয় কবে?**
**উত্তর:** ১৯৫৫ সালে।

৫২. **মুসলিম লীগ গঠনে কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে?**
**উত্তর:** নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

৫৩. **All India National Congress কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
**উত্তর:** ১৮৮৫ সালে।

৫৪. **কংগ্রেসের ১ম সভাপতি কে ছিলেন?**
**উত্তর:** উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী।

৫৫. **কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?**
**উত্তর:** অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

৫৬. **আওয়ামী মুসলিম লীগে বঙ্গবন্ধু কোন পদে ছিলেন?**
**উত্তর:** যুগ্ম সম্পাদক।

## Teacher's Work

১. **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কী বোঝায়?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ⓚ ক্যাবিনেট ⓚ বিরোধী দল ⓖ সুশীল সমাজ ⓖ লোকপ্রশাসন বিভাগ — খ

২. **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য কী?**
ক) সরকারি স্বার্থ উদ্ধার খ) সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার গ) গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার — গ

৩. **আইন ও সালিশ কেন্দ্র' কী ধরনের সংস্থা?** *[৪০তম বিসিএস]*
ক) অর্থনৈতিক খ) মানবাধিকার গ) ধর্মীয় ঘ) খেলা — খ

# বাংলাদেশের গণমাধ্যম

## ⇒ বাংলাদেশ বেতার

| | |
|---|---|
| পূর্ব বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় | ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে |
| বাংলাদেশ বেতারের পূর্বনাম | রেডিও বাংলাদেশ |
| বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর | আগারগাঁও, ঢাকা |
| বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেল | রেডিও মেট্রোওয়েভ (বর্তমানে বন্ধ) |
| বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক | কাঠ ঠোকরা (বুদ্ধদেব বসু) |
| বাংলাদেশ সংলাপ | বিবিসির প্রচারিত অনুষ্ঠান |

## ⇒ এফএম রেডিও

১. FM Radio এর পূর্ণরূপ- Frequency Modulation.
২. বাংলাদেশের প্রথম ও ২৪ ঘন্টার এফএম রেডিওর নাম- রেডিও টুডে।
৩. রেডিও মেট্রোওয়েভ চালু হয়- ১৯৯৬ সালে (বর্তমানে বন্ধ)।
৪. বাংলাদেশে বর্তমানে চালুকৃত বেসরকারি এফএম রেডিও- ১২টি।

## ⇒ বাংলাদেশ টেলিভিশন

| | |
|---|---|
| বিশ্বের প্রথম দূরদর্শনের মাধ্যমে ছবি দেখানো হয় | ১৯২৪ সালে, ইংল্যান্ডে |
| বিশ্বের প্রথম রঙিন ছবি দেখানো হয় | ১৯২৮ সালে, ইংল্যান্ডে |
| বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র | ২টি। যথা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম |
| বাংলাদেশে টেলিভিশনের উপকেন্দ্র | ১৪টি |
| বাংলাদেশে টেলিভিশনের পুনঃ প্রচারকেন্দ্র | ১টি। (রাঙামাটিতে অবস্থিত) |
| বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয় | ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে। |
| বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম ভবন ছিল | ঢাকার ডি.আইটি. ভবন (বর্তমান রাজউক ভবন) |
| ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয় | ১৯৭৫ সালে |
| বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয় | ১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে |
| চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয় | ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ সালে |
| বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল | এটিএন বাংলা (১৫জুলাই, ১৯৯৭) |
| বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল | এনটিভি (৩ জুলাই, ২০০৩) |
| বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি টেরিসট্রিয়াল চ্যানেল | একুশে টিভি (১৪ এপ্রিল, ২০০০) |
| বাংলাদেশের প্রথম ইসলামভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল | ইসলামী টিভি (১৪ এপ্রিল, ২০০৭) বর্তমানে বন্ধ |
| 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে | ১১ এপ্রিল, ২০০৪ সালে |

## ⇒ বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম.......

| | |
|---|---|
| শিল্পী | ফেরদৌসী রহমান |
| নাটক | একতলা দোতলা (১৯৬৫ সালে প্রচারিত হয়) |
| নাট্য প্রযোজক | মনিরুল আলম |
| টিভি সিরিয়াল | ত্রিরত্ন ( ১৯৯৬ সালে প্রচারিত হয়) |
| প্যাকেজ নাটক | প্রাচীর পেরিয়ে |
| বাংলা সংবাদপাঠক | হুমায়ুন চৌধুরী |
| ইংরেজি সংবাদপাঠক | আলম রশিদ |
| অনুষ্ঠান পরিচালক | কলিম শরাফী |
| গান | 'এই যে আকাশ নীল হল আজ' (রচনা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল) |

## টেলিযোগাযোগ

১. বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০ রংপুরের মিঠাপুকুরে।
২. Wi-MAX এর পূর্ণরূপ হল- Worldwide Interoperability for Microwave Access. এটি উচ্চ ক্ষমতার ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তি সেবা। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি চালু হয় ২১ জুলাই, ২০০৯।
৩. ঢাকায় প্রথম সেলুলার টেলিফোন চালু হয় ৮ আগস্ট, ১৯৯৩।
৪. বাংলাদেশে কার্ডফোন চালু হয় ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ সালে।
৫. বাংলাদেশ টিএন্ডটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলো হলো-ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা।
৬. ২০০৮ সালের ১ জুলাই 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিবি)"- কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)"-এ পরিণত করা হয়।
৭. টেলিযোগাযোগ আইন জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় ২০০১ সালে।
৮. বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলেক্স এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৯৮১ সালে ঢাকায়।
৯. ঢাকায় ১৯৮৩ সালে একটি স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল আন্তর্জাতিক ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জ (আইটিএক্স) স্থাপিত হয়।
১০. বাংলাদেশের ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড- bd (১৯৯৯-এ চালু হয়)।
১১. ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের কোন টেলিযোগাযোগ সম্পর্ক নাই।

## ⇒ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর মাধ্যমে ৩১ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) গঠন করা হয়।

## ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

১. বাংলাদেশে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা সর্বমোট ৪টি। এগুলো বেতবুনিয়া, তালিবাবাদ, মহাখালী ও সিলেট।
২. তালিবাবাদ অবস্থিত গাজীপুর জেলায়। কেন্দ্রটি চালু হয় জানুয়ারি, ১৯৮২ সালে। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।
৩. বেতবুনিয়া কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৭৫ সালে। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র।
৪. সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে।
৫. বাংলাদেশ থেকে মহাশূন্যে যে স্যাটেলাইট উপগ্রহ প্রেরণ করা হয়েছে তার নাম- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'।
৬. **বাংলাদেশে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র সমূহ**

| নাম | অবস্থান | প্রতিষ্ঠা সাল |
|---|---|---|
| বেতবুনিয়া | রাঙামাটি | ১৪ জুন ১৯৭৫ |
| তালিবাবাদ | গাজীপুর | জানুয়ারি ১৯৮২ |
| মহাখালী | ঢাকা | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ |
| সিলেট | সিলেট | ১৯৯৭ |

## সাবমেরিন কেবল-এ বাংলাদেশের সংযুক্তি

### ❒ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত বাংলাদেশ

১. **প্রকল্পের নাম :** সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন (SEA-ME-WE 4)।
২. SEA-ME-WE 4-**এর পূর্ণরূপ :** South East Asia Middle East Western Europe 4.

৩. **কনসোর্টিয়ামের সদস্য:** ১৪টি দেশের ১৬ টি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কোম্পানি।

৪. **বাংলাদেশ সংযুক্ত হয়:** ২১ মে ২০০৬।

৫. **সদস্য দেশসমূহ:** সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিসর, ইতালি, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও ফ্রান্স।

৬. **সাবমেরিন ক্যাবলটির মোট দৈর্ঘ্য :** ১৮,৮০০ কিলোমিটার।

৭. **বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের দৈর্ঘ্য :** ১২৬০ কিলোমিটার (গভীর সমুদ্রের মূল কেবল হতে কক্সবাজার পর্যন্ত)।

৮. **অবস্থান :** ঝিলংজা, কক্সবাজার।

## ❒ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত বাংলাদেশ

তথ্য প্রযুক্তি খাতে জয়যাত্রার নতুন স্মারক হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বাংলাদেশে সংযুক্তি লাভ করে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল South East Asia Middle East Western Europe-5 (SEA-ME-WE-5)-এ। ফ্রান্সের মার্সেলি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এ সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ২০,০০০ কিলোমিটার এবং এটি ১৮টি দেশের ১৯টি ল্যান্ডিং স্টেশনে যুক্ত। বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE-4) এর চেয়ে এটি ১০ গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। এর ব্যান্ডউইথ সরবরাহের ক্ষমতা ২৪ টেরাবিটস পার সেকেন্ড। বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলি ইউনিয়নের পোড়া আমখোলা পাড়া গ্রামে।

## ❒ তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল

উচ্চগতির ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ তৃতীয় সাবমেরিন কেবলের সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পটির নাম SEA-ME-WE-6 এর ল্যান্ডিং স্টেশন হবে কক্সবাজার।

# বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

## ❒ ডাকটিকিট

স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিট (২০ পয়সা) প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। এর ডিজাইনার ছিলেন বিপিন চিত্নিশ। এতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি ছিল। ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে এ ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকার ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এগুলো ডিজাইন করেছেন বিমান মল্লিক। এগুলো ইংল্যান্ডের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছিল।

## ❒ ডাক বিভাগ

'সেবাই আদর্শ' মূলমন্ত্র নিয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশে ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ পদের নাম 'পোস্ট মাস্টার জেনারেল'। ১৯৭৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের (UPU) সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৮৫ সালে ঢাকা জিপিওতে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাক জাদুঘর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালে ঢাকার জিপিওতে এ জাদুঘরটি ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের ডাক কোড ব্যবস্থা চালু হয়। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে রাজশাহীতে দেশের একমাত্র 'পোস্টাল একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ❒ ডাক বিভাগের সেবাসমূহ

১. **জিইপি:** ১৯৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে 'গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোস্ট' চালু করে দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি ডাক বিলির ব্যবস্থা করা হয়।

২. **ইএমএস:** চিঠিপত্র, ডকুমেন্টস এবং জিনিসপত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো সম্ভব হয়।

৩. **ই-পোস্ট:** ২০০০ সালের ১৬ আগস্ট ইলেক্ট্রনিক মেইল সার্ভিস চালু হয়। ই-পোস্টের মাধ্যমে নিজস্ব কোন ই-মেইল ঠিকানা বাদেও পোস্ট অফিসের ই-মেইল ব্যবহার করে যে কোন মানুষ অতি দ্রুত ডকুমেন্টস এবং খবরাদি পাঠাতে পারে।

৪. **ইএমটিএস:** ২০১০ সালের ২৬ মার্চ ডাক বিভাগ ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস চালু করেছে। যার মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে স্বল্প খরচে অতিদ্রুত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টাকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে।

৫. **ই-পে:** ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'পোস্ট ই-পে' নামে মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে ডাক বিভাগ। বর্তমানে এটি 'নগদ' নামে পরিচিত।

# বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা

## ❒ বাংলাদেশের কিছু সংবাদ সংস্থা

| | |
|---|---|
| বাসস | Bangladesh Sangbad Sangstha |
| ইউএনবি | United News of Bangladesh |
| রিয়েল টাইম নিউজ নেটওয়ার্ক | Real-time News Network |
| ইউএনএস | United News Service |
| আবাস | Anandapatra Bangla Sangbad |
| এনএনবি | News Network of Bangladesh |
| বিএনএ | Bangladesh News Agency |
| বিএনএস | Bangladesh News Service |
| নিউজ মিডিয়া | News Media |
| পিএনএ | Probe News Agency |
| প্রেস নেটওয়ার্ক | Press Network |
| ইএনএ | Eastern News Agency |

## ❒ বাংলাদেশের কিছু অনলাইন ভিত্তিক সংবাদপত্র

| | |
|---|---|
| বিডি নিউজ ২৪ | bdnews24.com |
| বাংলা নিউজ ২৪ | Bangla News24.com |
| বাংলার চোখ | Banglarchokh.com |
| শীর্ষ নিউজ | Sheershanews.com |
| বার্তা নিউজ | bartanews.com |
| ফোকাস বাংলা | Focusbangla.com.bd |
| নতুন বার্তা | natunbarta.com |
| নিউজ গার্ডেন | newsgardenbd.com |
| বাংলাবার্তা | banglabarta.com |

# সংবাদপত্র

## ❒ বাংলা সংবাদপত্র

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র | বেঙ্গল গেজেট (ইংরেজি ভাষায়)। |
| বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র | দিগদর্শন |
| বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র | সমাচার দর্পণ |
| বাঙালি পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র | বেঙ্গল গেজেট |

| | |
|---|---|
| মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র | সমাচার সভারাজেন্দ্র |
| বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র | সংবাদ প্রভাকর |
| ব্রাহ্মসমাজ এর মুখপাত্র | তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা |
| বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র | রংপুর বার্তাবহ |
| ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র | ঢাকা প্রকাশ |
| ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর মুখপাত্র | শিখা |
| ঢাকার প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ এর মুখপাত্র | ক্রান্তি |
| বাংলা সাহিত্যে কথ্য রীতির প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা | সবুজপত্র |
| প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী রীতির প্রচার মাধ্যম | সবুজপত্র |
| বাংলাদেশে নারীদের প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা | বেগম |
| ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা | শিখা, প্রগতি, ক্রান্তি, লোকায়ত, সমকাল |
| কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা | 'কালি-কলম' ও 'কল্লোল' |
| বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বাহিরে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র | দেশবার্তা (লন্ডন থেকে প্রকাশিত) |
| বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ইংরেজি দৈনিক | Bangladesh Observer |
| 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বাণী | আয় রে চলে, আয় রে ধূমকেতু/...... |

## বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সংবাদপত্র

| সংবাদপত্র | প্রকাশকাল | সম্পাদক |
|---|---|---|
| বেঙ্গল গেজেট | ১৭৮০ | জেমস অগাস্টাস হিকি |
| দিগদর্শন | ১৮১৮ | জন ক্লার্ক মার্শম্যান |
| সমাচার দর্পণ | ১৮১৮ | জন ক্লার্ক মার্শম্যান |
| বাঙ্গাল গেজেট | ১৮১৮ | গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য |
| সম্বাদ কৌমুদী | ১৮২১ | রাজা রামমোহন রায় ও ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ব্রাহ্মণ সেবধি | ১৮২১ | রাজা রামমোহন রায় |
| সমাচার চন্দ্রিকা | ১৮২২ | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| বঙ্গদূত | ১৮২৯ | নীলমণি হালদার |
| সমাচার সভারাজেন্দ্র | ১৮৩১ | শেখ আলীমুল্লাহ |
| সংবাদ প্রভাকর | ১৮৩১ | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ১৮৪৩ | অক্ষয়কুমার দত্ত |
| রংপুর বার্তাবহ | ১৮৪৭ | গুরুচরণ রায় শর্মা |
| বিবিধ সংগ্রহ | ১৮৫১ | রাজেন্দ্রলাল মিত্র |
| মাসিক পত্রিকা | ১৮৫৪ | প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার |
| ঢাকা প্রকাশ | ১৮৬১ | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার |

| সংবাদপত্র | প্রকাশকাল | সম্পাদক |
|---|---|---|
| গ্রামবার্তা প্রকাশিকা | ১৮৬৩ | কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার |
| বঙ্গদর্শন | ১৮৭২ | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| আজিজুন্নেহার | ১৮৭৪ | মীর মশাররফ হোসেন |
| ভারতী | ১৮৭৭ | দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| জ্ঞানান্বেষণ | ১৮৩১ | দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় |
| সুধাকর | ১৮৮৯ | শেখ আবদুর রহিম |
| সাহিত্য | ১৮৯০ | সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি |
| সাধনা | ১৮৯১ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| মিহির | ১৮৯২ | শেখ আবদুর রহিম |
| হাফেজ | ১৮৯৭ | শেখ আবদুর রহিম |
| কোহিনুর | ১৮৯৮ | মো: রওশন আলী |
| লহরী | ১৯০০ | মোজাম্মেল হক |
| প্রবাসী | ১৯০১ | রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় |
| নবনূর | ১৯০৩ | সৈয়দ এমদাদ আলী |
| বাসনা | ১৯০৮ | শেখ ফজলুল করিম |
| সবুজ পত্র | ১৯১৪ | প্রমথ চৌধুরী |
| আল এসলাম | ১৯১৫ | মাওলানা আকরাম খাঁ |
| মাসিক সওগাত | ১৯১৮ | মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন |
| সাপ্তাহিক সওগাত | ১৯২৮ | মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন |
| মোসলেম ভারত | ১৯২০ | মোজাম্মেল হক |
| আঙুর (কিশোরপত্র) | ১৯২০ | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |
| কল্লোল | ১৯২৩ | দীনেশ রঞ্জনদাশ |
| সাম্যবাদী | ১৯২৩ | খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন |
| কালি-কলম | ১৯২৬ | প্রেমেন্দ্র মিত্র |
| প্রগতি | ১৯২৬ | বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত |
| শিখা | ১৯২৭ | আবুল হোসেন |
| দৈনিক আজাদ | ১৯৩৬ | মাওলানা আকরাম খাঁ |
| কবিতা | ১৯৩৫ | বুদ্ধদেব বসু |
| সাহিত্যপত্র | ১৯৪২ | বিষ্ণু দে |
| সাপ্তাহিক বেগম | ১৯৪৭ | বেগম সুফিয়া কামাল |
| নতুন কবিতা | ১৯৪৯ | আব্দুল রশীদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী |
| সমকাল | ১৯৫৭ | সিকান্দার আবু জাফর |
| নারীশক্তি | - | ডা: লুৎফর রহমান |
| স্বাক্ষর | ১৯৬৩ | রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক |
| সাপ্তাহিক মোহাম্মদী | ১৯০৮ | |
| দৈনিক মোহাম্মদী | ১৯২২ | মোহাম্মদ আকরম খাঁ |
| মাসিক মোহাম্মদী | ১৯২৭ | |
| ধূমকেতু | ১৯২২ | |
| লাঙ্গল | ১৯২৫ | কাজী নজরুল ইসলাম |
| নবযুগ | ১৯৪২ | |

# এক কথায় উত্তর

১. **বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্বোধন করা হয় কবে?**
**উত্তর:** ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

২. **কত সালে রেডিও বাংলাদেশের নাম বাংলাদেশ বেতার করা হয়?**
**উত্তর:** ১৯৯৬ সালে।

৩. **বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম থেকে কোন কোন ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে?**
**উত্তর:** বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ভাষায়।

৪. **বাংলাদেশে আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র রয়েছে কতটি?**
**উত্তর:** ১২টি।

৫. **দেশের ১২তম আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র কোনটি?**
**উত্তর:** কুমিল্লা (১৩জুন ২০০৯ পূর্ণাঙ্গ প্রচারে যায়)।

৬. **বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয় কবে?**
**উত্তর:** ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪।

৭. **বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হয় কখন?**
**উত্তর:** ১৯৭২ সালে।

৮. **ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয় কবে?**
**উত্তর:** ৬ মার্চ, ১৯৭৫।

৯. **বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-কেন্দ্র বা রিলে কেন্দ্র কতটি?**
**উত্তর:** ১৪ টি।

১০. **বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসির অনুষ্ঠান সম্প্রচার আরম্ভ করে কবে?**
**উত্তর:** ১ এপ্রিল, ১৯৯৩।

১১. **বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় কবে?**
**উত্তর:** ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০।

১২. **সাবমেরিন কেবল প্রকল্প কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?**
**উত্তর:** ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

১৩. **বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিফোন কোড কত?**
**উত্তর:** +৮৮ বা ০০৮৮।

১৪. **বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নাম কী?**
**উত্তর:** বিটিসিএল।

১৫. **টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) গঠিত হয় কবে?**
**উত্তর:** ৩১ জানুয়ারি, ২০০২।

১৬. **বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইট এর নাম কী?**
**উত্তর:** www. bangladesh.gov.org।

১৭. **বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত কোথায়?**
**উত্তর:** রাজশাহীতে।

১৮. **ডাক বিভাগের স্লোগান কী?**
**উত্তর:** সেবাই আদর্শ।

১৯. **স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকেট প্রকাশিত হয় কোথায়?**
**উত্তর:** ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।

২০. **বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেটে কিসের ছবি ছিল?**
**উত্তর:** শহীদ মিনারের।

২১. **GPO-এর পূর্ণরূপ কী?**
**উত্তর:** General Post Office.

২২. **স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয় কোথায়?**
**উত্তর:** চুয়াডাঙ্গা।

২৩. **বাংলাদেশে পোস্ট কোড চালু হয় কবে?**
**উত্তর:** ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে।

২৪. **বাংলাদেশের রাষ্ট্রয়ত্ত সংবাদ সংস্থার নাম কী?**
**উত্তর:** বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।

২৫. **বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ সংস্থার নাম কী?**
**উত্তর:** বিডি নিউজ।

২৬. **বাংলাদেশের প্রথম ই-নিউজ পেপার ও বার্তা সংস্থার নাম কী?**
**উত্তর:** একাত্তর নিউজ সার্ভিস ।

২৭. **বাসস প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?**
**উত্তর:** ১ জানুয়ারি ১৯৭২।

২৮. **'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর:** কাজী নজরুল ইসলাম।

২৯. **'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর:** মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন।

৩০. **ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কী?**
**উত্তর:** ঢাকা প্রকাশ (প্রকাশিত হয় ৮ মার্চ ১৮৬১)।

৩১. **'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর:** মোজাম্মেল হক।

৩২. **কাজী নজরুল ইসলাম কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?**
**উত্তর:** ধূমকেতু, লাঙ্গল ও নবযুগ।

৩৩. **নারী শক্তি পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর:** ডা. লুৎফর রহমান।

৩৪. **বেগম সুফিয়া কামাল সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?**
**উত্তর:** বেগম ।

৩৫. **কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদক কে?**
**উত্তর:** প্রেমেন্দ্র মিত্র।

৩৬. **কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?**
**উত্তর:** দীনেশ রঞ্জনদাস।

৩৭. **আঙুর কোন ধরনের পত্রিকা?**
**উত্তর:** কিশোর পত্রিকা।

৩৮. **গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদক কে?**
**উত্তর:** কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার।

৩৯. **নীলমণি হালদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?**
**উত্তর:** বঙ্গদূত।

৪০. **প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?**
**উত্তর:** সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১)।

৪১. **সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক কে?**
**উত্তর:** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

৪২. **বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা কোনটি?**
**উত্তর:** রংপুর বার্তাবহ (১৮৪৭)।

৪৩. **বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ইংরেজি দৈনিক কোনটি?**
**উত্তর:** The Bangladesh Observer।

৪৪. **দেশ বার্তা পত্রিকাটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?**
**উত্তর:** লন্ডন।

**৪৫. ঢাকার প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ এর মুখপাত্র কোনটি?**
**উত্তর:** ক্রান্তি।

**৪৬. ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র কোনটি?**
**উত্তর:** তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

**৪৭. মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা কোনটি?**
**উত্তর:** সমাচার সভারাজেন্দ্র।

**৪৮. BPC এর পূর্ণরূপ কী?**
**উত্তর:** Bangladesh Press Council।

**৪৯. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম ডাক টিকিটের মূল্য ছিলো কত টাকার?**
**উত্তর:** ২০ পয়সা।

**৫০. স্বাধীনতার ১ম ডাক টিকিট কোথায় ছাপা হয়েছিলো?**
**উত্তর:** ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস এ।

**৫১. বাংলাদেশ প্রথম কবে সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়?**
**উত্তর:** ২১ মে, ২০০৬।

**৫২. বাংলাদেশ প্রথম কোন সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়?**
**উত্তর:** SEAME-WE 4।

**৫৩. SEA-ME-WE 4 সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পের ল্যান্ডিং স্টেশন কোথায়?**
**উত্তর:** ঝিলংঝা, কক্সবাজার।

**৫৪. বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয় কবে?**
**উত্তর:** ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**৫৫. SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন ক্যাবলটির ল্যান্ডিং স্টেশন কোথায় অবস্থিত?**
**উত্তর:** কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

**৫৬. বাংলাদেশে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা কতটি?**
**উত্তর:** ৪টি।

**৫৭. বাংলাদেশের ১ম ভূ-উপগ্রহকেন্দ্রের নাম কী?**
**উত্তর:** বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি (১৯৭৫)।

**৫৮. বাংলাদেশের ২য় ভূ-উপগ্রহকেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?**
**উত্তর:** তালিবাবাদ, গাজীপুর।

**৫৯. বাংলাদেশের সাথে কোন দেশের কোন টেলিযোগাযোগ নেই?**
**উত্তর:** ইসরায়েল।

**৬০. বাংলাদেশ প্রথম Wi-Max প্রযুক্তি চালু হয় কবে?**
**উত্তর:** ২১ জুলাই, ২০০৯।

**৬১. বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত ১ম নাটক কোনটি?**
**উত্তর:** একতলা দোতলা (১৯৬৫)।

**৬২. বাংলাদেশ টেলিভিশনের ১ম শিল্পী কে?**
**উত্তর:** ফেরদৌসী রহমান।

**৬৩. বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র কতটি?**
**উত্তর:** ২টি।

**৬৪. বাংলাদেশের ১ম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল কোনটি?**
**উত্তর:** এটিএন বাংলা।

**৬৫. বাংলাদেশের ১ম বেসরকারি টেরিসট্রিয়াল চ্যানেল কোনটি?**
**উত্তর:** একুশে টিভি।

**৬৬. বিটিভি ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে কবে?**
**উত্তর:** ১১ এপ্রিল, ২০০৪।

**৬৭. বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
**উত্তর:** আগারগাঁও, ঢাকা।

**৬৮. বাংলাদেশ সংলাপ কী?**
**উত্তর:** বিবিসি প্রচারিত অনুষ্ঠান।

**৬৯. SEA-ME-WE 4 এর পূর্ণরূপ কী?**
**উত্তর:** South East Asia Middle East Western Europe 4।

**৭০. বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন প্রকল্পটির ল্যান্ডিং স্টেশন কোথায় হবে?**
**উত্তর:** কক্সবাজার।

**৭১. বাংলাদেশের ইন্টারনেট কান্ট্রি কোড কী?**
**উত্তর:** bd।

**৭২. বাংলাদেশের ১ম স্যাটেলাইটের নাম কী?**
**উত্তর:** বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।

**৭৩. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কবে উৎক্ষেপণ করা হয়?**
**উত্তর:** ২০১৮ সালে (বাংলাদেশ সময় ১২ মে)।

**৭৪. বাংলাদেশ কততম দেশ হিসেবে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেন?**
**উত্তর:** ৫৭তম।

## Teacher's Work

**১. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রঙিন টিভি সম্প্রচার কোন সনে শুরু হয়?** *(২৬ বিসিএস)*

ⓚ ১৯৭৯ ⓚⓗ ১৯৮০ ⓖ ১৯৮১ ⓖⓗ ১৯৮২ — **খ**

**২. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি?** *(২৮ বিসিএস)*

(ক) দিগদর্শন (খ) বঙ্গদর্শন (গ) তত্ত্ববোধিনী (ঘ) সংবাদ প্রভাকর — **ক**

**৩. "সাবমেরিন কেবল" প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম?**

(ক) অর্থ (খ) ডাক ও টেলিযোগাযোগ (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (ঘ) পররাষ্ট্র — **খ**

## Unique Question for Student Practice

১. তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি চালু করা হয়–
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৮১ সালে
গ ১৯৮২ সালে ঘ ১৯৯৩ সালে গ

২. বাংলাদেশের কোথায় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়?
ক চট্টগ্রাম খ সেন্ট মার্টিন
গ কক্সবাজার ঘ খুলনা গ

৩. বাংলাদেশে কার্ডফোন চালু হয় কবে?
ক ৩ সেপ্টেম্বর, '৯১ খ ৩ সেপ্টেম্বর, '৯২
গ ৩ সেপ্টেম্বর, '৯৩ ঘ ৩ সেপ্টেম্বর, '৯৪ খ

৪. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালুর সন-
ক ১৯৯৫ খ ১৯৯৬
গ ১৯৯৭ ঘ ১৯৯৮ খ

৫. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?
ক দক্ষিণ আফ্রিকা খ তাইওয়ান
গ ইসরাইল ঘ কিউবা গ

৬. সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র কবে স্থাপিত হয়?
ক ১৯৯৪ সালে খ ১৯৯৫ সালে
গ ১৯৯৬ সালে ঘ ১৯৯৭ সালে ঘ

৭. বিটিআরসি-র পুরো নাম–
ক বাংলাদেশ টোব্যাকো রেগুলেটরি কমিটি
খ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন
গ ব্রিটিশ টেলিফোন রিসিভিং কাউন্সিল
ঘ বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিটি খ

৮. স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকেটে কিসের ছবি ছিল?
ক জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ লালবাগের কেল্লা
গ সোনা মসজিদ ঘ শহীদ মিনার ঘ

৯. ফিলাটেলি শব্দটি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?
ক ফিলাডেলফিয়া খ ডাক বিভাগ
গ টেলিফোন সংলাপ ঘ ম্যানিলা খ

১০. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকেটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক বিমান মল্লিক খ হাশেম খান
গ মইনুল হোসেন ঘ আবদুর রাজ্জাক ক

১১. বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
ক রাজশাহী খ ঢাকা গ চট্টগ্রাম ঘ খুলনা ক

১২. কোনটি সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে?
ক বিচারকগণ খ আমলাগণ
গ আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ঘ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ঘ

১৩. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিচের কোনটির কার্যক্রমকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে?
ক আইন বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ খ

১৪. ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে কোন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক শ্রমিক পরিষদ খ কর্মচারী পরিষদ
গ শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ ঘ শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ঘ

১৫. সুশীল সমাজ হলো–
ক রাজনৈতিক দল খ উন্নয়নমূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
গ ধর্মীয় সম্প্রদায় ঘ সরকারি সংস্থা খ

১৬. 'সুজন' কী?
ক একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম খ সুশাসনের জন্য নাগরিক
গ এক প্রকার আম ঘ রাজনৈতিক দল খ

১৭. TIB-এর পূর্ণরূপ কী?
ক Transparency International Bangladesh
খ Transparenc International Bangladesh
গ Transparency of Intelligence Branch
ঘ Transparency of Intelligence Bureau ক

১৮. দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংগঠন?
ক Greenpeace খ Transparency International
গ Amnesty International ঘ Interpol খ

১৯. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হলো–
ক সমন্বিত গোষ্ঠী খ আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
গ বিশেষায়িত গোষ্ঠী ঘ ধর্মীয় গোষ্ঠী খ

২০. 'Amnesty International' কি ধরনের সংস্থা?
ক অর্থনৈতিক খ সাহিত্য সম্পর্কিত
গ মানবাধিকার ঘ আইন সম্পর্কিত গ

২১. কোন সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে?
ক রাজতন্ত্র খ স্বৈরতন্ত্র
গ এককেন্দ্রিক ঘ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ঘ

২২. উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ ক

২৩. শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট কোন ধরণের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী?
ক উন্নয়নমূলক খ পরিবর্তনমূলক
গ সংরক্ষণমূলক ঘ পরিবর্ধনমূলক গ

২৪. সরকারি কাঠামোর বাইরে থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে বা করতে চায় নিচের কোনটি?
ক নির্বাচন কমিশন খ এনজিও
গ হাইকোর্ট ঘ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ঘ

২৫. বাংলাদেশ বেতারের পূর্বনাম কী?
ক বাংলাদেশ রেডিও খ রেডিও বাংলাদেশ
গ বেতার বাংলাদেশ ঘ কোনটিই নয় খ

২৬. বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর ঢাকা শহরের কোথায় অবস্থিত?
ক শ্যামলী খ আগারগাঁও
গ মিরপুর ঘ শাহবাগ খ

২৭. বাংলাদেশে প্রথম কমিউনিটি রেডিও কোনটি?
ক Radio Foorti খ ABC Radio
গ Radio Padma ঘ Radio Amar গ

২৮. দেশের প্রথম এফএম রেডিও কোনটি?
ক এবিসি রেডিও খ রেডিও ফূর্তি
গ রেডিও আমার ঘ রেডিও টুডে ঘ

২৯. 'রেডিও ফুর্তি' কী?
(ক) টিভি চ্যানেল (খ) এফএম ব্যান্ডের বেতারকেন্দ্র
(গ) আড্ডাখানা (ঘ) কোনটিই নয় **খ**

৩০. বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?
(ক) ১৯৪৭ খ্রি. (খ) ১৯৫৮ খ্রি.
(গ) ১৯৬৪ খ্রি. (ঘ) ১৯৬৫ খ্রি. **গ**

৩১. ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়-
(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে
(গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৭৫ সালে **ঘ**

৩২. প্রথম বাংলা পত্রিকা কোনটি?
(ক) কল্লোল (খ) প্রভাকর
(গ) সংবাদ (ঘ) দিগদর্শন **ঘ**

৩৩. শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টায় কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়?
(ক) সমাচার দর্পণ (খ) বেঙ্গল গেজেট
(গ) সংবাদ কৌমুদী (ঘ) সমাচার চন্দ্রিকা **ক**

৩৪. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রকাশকাল?
(ক) ১৮০০ খ্রি. (খ) ১৮১৮ খ্রি.
(গ) ১৮৩৫ খ্রি. (ঘ) ১৮৫০ খ্রি. **খ**

৩৫. 'বঙ্গদূত' পত্রিকা কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৩৯ (খ) ১৭৮০ (গ) ১৮৩৩ (ঘ) ১৮২৯ **ঘ**

৩৬. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন?
(ক) নজরুল ইসলাম (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **ঘ**

৩৭. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) প্রমথ চৌধুরী **খ**

৩৮. সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
(ক) গ্রামবার্তা (খ) বঙ্গদর্শন
(গ) মাসিক পত্রিকা (ঘ) সংবাদ প্রভাকর **খ**

৩৯. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৬৫ (খ) ১৮৭২ (গ) ১৮৭৫ (ঘ) ১৮৮১ **খ**

৪০. 'তত্ত্ববোধনী' প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৪১ সালে (খ) ১৮৪২ সালে
(গ) ১৮৫০ সালে (ঘ) ১৮৪৩ সালে **ঘ**

৪১. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী **ক**

৪২. হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম?
(ক) অবকাশ রঞ্জিকা (খ) বিবিধার্থ সংগ্রহ
(গ) কাব্য প্রকাশ (ঘ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা **ঘ**

৪৩. 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
(গ) মোজাম্মেল হক (ঘ) রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী **গ**

৪৪. 'সবুজপত্র' কী?
(ক) নাটক (খ) উপন্যাস
(গ) সাময়িকপত্র (ঘ) গদ্যসংকলন **গ**

৪৫. 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
(ক) মুন্সী মেহেরুল্লা (খ) সঞ্জয় ভট্টাচার্য
(গ) কামিনী রায় (ঘ) মোজাম্মেল হক **খ**

৪৬. 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় কোন সালে?
(ক) ১৯০৯ (খ) ১৯১০ (গ) ১৯১৪ (ঘ) ১৯২১ **গ**

৪৭. শেরে এ বাংলা এ. কে ফজলুল হকের পরিচালনায় 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা ১৯৪১ সালে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন?
(ক) মুজাফফর আহমদ (খ) ওয়াজেদ আলী
(গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন **গ**

৪৮. 'মাসিক মোহাম্মদী' কোন সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯২৭ (খ) ১৯২৬ (গ) ১৯২৫ (ঘ) ১৯২৮ **ক**

৪৯. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা?
(ক) ধূমকেতু (খ) অগ্নিবীণা (গ) বজ্রবাণী (ঘ) বঙ্গদর্শন **ক**

৫০. 'কল্লোল' পত্রিকা প্রথম মুদ্রিত হয়?
(ক) ১৯১৪ সালে (খ) ১৯১৭ সালে
(গ) ১৯২৩ সালে (ঘ) ১৯৩০ সালে **গ**

৫১. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোনটি?
(ক) সংবাদ (খ) ঢাকা প্রকাশ
(গ) আজকের কাগজ (ঘ) ইত্তেফাক **খ**

৫২. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকাটি?
(ক) অরণি (খ) পরিচয় (গ) নবশক্তি (ঘ) ক্রান্তি **ঘ**

৫৩. ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র?
(ক) শিখা (খ) সমকাল (গ) অভিযান (ঘ) জয়শ্রী **ক**

৫৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম?
(ক) সংবাদ রত্নবলী (খ) সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়
(গ) সাহিত্য (ঘ) আঙুর **ঘ**

৫৫. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকার নাম?
(ক) কবিতা (খ) কালিকলম (গ) পরিচয় (ঘ) পূর্বাশা **ক**

## Home Work

১. দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার কত শতাংশ ছিল? *[৪৬তম বিসিএস]*
(ক) ৪০.৮ (খ) ৪০.৯ (গ) ৪১.৬ (ঘ) ৪১.৮ **ঘ**

২. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কী বোঝায়? *[৪৩তম বিসিএস]*
(ক) ক্যাবিনেট (খ) বিরোধী দল
(গ) সুশীল সমাজ (ঘ) লোকপ্রশাসন বিভাগ **খ**

৩. Almond and Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন– *[৪০তম বিসিএস]*
(ক) ৩ ভাগে (খ) ৪ ভাগে (গ) ৫ ভাগে (ঘ) ৬ ভাগে **খ**

৪. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? *[৩৫তম বিসিএস]*
(ক) জন ক্লার্ক মার্শম্যান (খ) উইলিয়াম কেরী
(গ) সংবাদ কৌমুদী (ঘ) সমাচার চন্দ্রিকা **ক**

৫. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে– *[৩৮তম বিসিএস]*
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) সুশীল সমাজ
(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) শাসন বিভাগ **খ**

৬. বাংলাদেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা– *[৩৫তম বিসিএস]*
(ক) ৩৫টি (খ) ২০টি (গ) ২৫টি (ঘ) ৩০টি **ক**

৭. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দিয়েছিল? [৩৫তম বিসিএস]
ক টাইম খ নিউজ উইকস
গ ইকোনোমিস্ট ঘ ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি খ

৮. BTRC -এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
ক Bangladesh Telephone Regulatory Commission
খ Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
গ Bangladesh Telecom Regulatory Commission
ঘ Bangladesh Telephone and Telegraph Regulatory Commission খ

৯. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম টেলিফোন ব্যবস্থা কবে চালু হয়? [২৬তম বিসিএস]
ক. ৪ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০
গ ৩ মার্চ, ১৯৯০ ঘ ৪ জানুয়ারি, ১৯৯১ ক

১০. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটে কোন ছবি ছিল? [২৪তম বিসিএস]
ক জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ লালবাগের কেল্লা
গ সোনা মসজিদ ঘ শহিদ মিনার ঘ

১১. চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সাবমেরিন কেবলস অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কত দূরত্বের ব্যয় বহন করতে হয়? [২৭তম বিসিএস]
ক ৭০০ কি.মি. খ ৫৭০ কি.মি.
গ ৩০০ কি.মি. ঘ ১৭০ কি.মি. ঘ

১২. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা কবে চালু হয়? [২৬তম বিসিএস]
ক ৪ জানুয়ারি ১৯৯০ খ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
গ ৩ মার্চ ১৯৯০ ঘ ৪ জানুয়ারি ১৯৯১ ক

১৩. সংবাদ প্রভাকর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? [১৪তম বিসিএস]
ক কাজী নজরুল ইসলাম খ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপসাগর ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ

১৪. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের কোন ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) -১৬]
ক অর্থনৈতিক খ সাংস্কৃতিক গ রাজনৈতিক ঘ খেলাধুলা গ

১৫. বাংলাদেশের প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক ১৯৭৬ খ ১৯৭৭ গ ১৯৭৮ ঘ ১৯৭৯ খ

১৬. কোন সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে? [জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গৃহীত জজ ৯ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা: '১৪]
ক রাজতন্ত্র খ স্বৈরতন্ত্র
গ এককেন্দ্রিক ঘ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ঘ

১৭. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোন বিশিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে কাজ করে? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা: ১৩]
ক সংরক্ষণমূলক খ পরিবর্তনমূলক
গ উন্নয়নমূলক ঘ শিক্ষামূলক গ

১৮. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ, খুলনা বিভাগ) -'০৭]
ক সরকারি স্বার্থ উদ্ধার খ সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার
গ গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার ঘ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার গ

১৯. BNP এর পূর্ণরূপ কী?
ক Bangladesh National Party
খ Bangladeshi Nationalist Party
গ Bangladesh Nationalist Party
ঘ Bangladesh Nation Party গ

২০. কত সাল থেকে নৌকা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর নির্বাচনী প্রতীক? [পর.মন্ত্র.সাই.অফি-১৮]
ক ১৯৭০ সাল খ১৯৭২ সাল
গ ১৯৭১ সাল ঘ ১৯৭৪ সাল ক

২১. আওয়ামী লীগের মূলনাম বা আদি নাম কী? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহকারী অফিসার: ২০১৫]
ক আওয়ামী পার্টি খ আওয়ামী জাতীয় পার্টি
গ আওয়ামী মুসলিম লীগ ঘ আওয়ামী লীগ গ

২২. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান নিচের কী ছিলেন? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা- ২০১৭]
ক যুগ্ম সম্পাদক খসম্পাদক
গ সহ সভাপতি ঘ সভাপতি ক

২৩. বাংলাদেশ বিশ্ব ডাক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে- [স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) -২০১৭]
ক ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ খ ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
গ ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ ঘ ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ ক

২৪. বাংলাদেশে পোস্টাল কোড চালু হয়— [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর -২০১৭]
ক ১৯৮৬ সালে খ ১৯৮৫ সালে
গ ১৯৭৫ সালে ঘ ১৯৮০ সালে ক

২৫. বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকেটের ডিজাইনার যিনি- [জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট-১৭]
ক কামরুল হাসান খ জয়নুল আবেদীন
গ বিমান মল্লিক ঘ হাশেম খান গ

২৬. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কখন চালু হয়? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার -২০১৭]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৮১ সালে
গ ১৯৯৮ সালে ঘ ২০০২ সালে ঘ

২৭. টেলিফোন শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা -২০১৬]
ক ১৯৭০ সালে খ ১৯৬৮ সালে
গ ১৯৬৯ সালে ঘ ১৯৬৭ সালে ঘ

২৮. কোন দেশের ডাকটিকিটে সে দেশের নাম লেখা থাকে না? [বন শিল্প কর্পোরেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক- ২০১৭]
ক দক্ষিণ কোরিয়া খ যুক্তরাজ্য
গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ অস্ট্রিয়া খ

২৯. বাংলাদেশের ডাক বিভাগের মনোগ্রামে লেখা থাকে- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক -২০১৭]
ক সেবাই আদর্শ খ সদা জাগ্রত
গ সেবা, আদর্শ ও সততা ঘ সেবা ও সততা ক

৩০. বাংলাদেশের তৈরী প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম কী? [৩৮ তম বিসিএস]
ক বিকন অন্বেষা খ ব্র্যাক অন্বেষা
গ নোয়া ১৮ ঘ নোয়া ১৯ খ

৩১. বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা কয়টি? [১৫তম বিসিএস]
ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার ঘ

৩২. বাংলাদেশে কয়টি রাডার স্টেশন রয়েছে? [বহিরাগমন এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক-১৮]
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি গ

৩৩. বেতবুনিয়া ভূ -উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়? [৫ম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন - ২০১৫]
ক ১৯৭৬ খ ১৯৭৭ গ ১৯৭৫ ঘ ১৯৭৮ গ

৩৪. তালিবাবাদ ভূ–উপগ্রহ কেন্দ্রটি কোন জেলায় অবস্থিত? [CGDF- এর জুনিয়র অডিটর- ২০১৯; ঢাবি ভর্তি পরী (ইউ-ঘ) ,১৪-১৫]
ক নরসিংদী খ গাজীপুর
গ চট্টগ্রাম ঘ পার্বত্য চট্টগ্রাম খ

৩৫. বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র কোনটি। [মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক -'১৪]
ক সিলেট ভূ -উপগ্রহ কেন্দ্র খ মহাখালী ভূ -উপগ্রহ কেন্দ্র
গ তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র ঘ বেতবুনিয়া ভূ -উপগ্রহ কেন্দ্র ক

৩৬. বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র অবস্থিত? [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়া কর্মকর্তা-২০১৭]
ক কক্সবাজার খ রাঙ্গামাটি গ গাজীপুর ঘ সিলেট খ

৩৭. সাবমেরিন ক্যাবল' প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম? [২৫তম বিসিএস/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ঘ ইউনিট): ১৩-১৪]
ক অর্থ খ ডাক ও টেলিযোগাযোগ
গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঘ পররাষ্ট্র খ

৩৮. বাংলাদেশের কোথায় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা -১৭]
ক চট্টগ্রাম খ সেন্টমার্টিন
গ কক্সবাজার ঘ খুলনা গ

# Class Test

**১. বাংলাদেশে কখন থেকে ডিশ এ্যান্টেনা চালু হয়?**
ক ১৯৯১ খ ১৯৯২
গ ১৯৯৩ ঘ ১৯৯৪

**২. দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের নাম কী?**
ক এটিএন বাংলা খ চ্যানেল আই
গ একুশে টিভি ঘ রূপসী বাংলা

**৩. আজ এবং আগামীর কোন টেলিভিশন চ্যানেলের স্লোগান?**
ক আরটিভি খ সময় টিভি
গ এটিএন বাংলা ঘ এনটিভি

**৪. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল কোনটি?**
ক বিটিভি খ এনটিভি
গ চ্যানেল আই ঘ আরটিভি

**৫. বাংলাদেশ টেলিভিশন ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইটের অন্তর্ভুক্ত হয় কোন সালে?**
ক ২০০২ খ ২০০১
গ ২০০৩ ঘ ২০০৪

**৬. ফিলাটেলি শব্দটি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?**
ক ফিলাডেলফিয়া খ ডাক বিভাগ
গ টেলিফোন সংলাপ ঘ ম্যানিলা

**৭. বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?**
ক রাজশাহী খ ঢাকা
গ চট্টগ্রাম ঘ খুলনা

**৮. 'সুজন' কী?**
ক একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম
খ সুশাসনের জন্য নাগরিক
গ এক প্রকার আম ঘ রাজনৈতিক দল

**৯. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের কোন ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?**
ক অর্থনৈতিক খ সাংস্কৃতিক
গ রাজনৈতিক ঘ খেলাধুলা

**১০. 'Amnesty International' কী ধরনের সংস্থা?**
ক অর্থনৈতিক খ সাহিত্য সম্পর্কিত
গ মানবাধিকার ঘ আইন সম্পর্কিত

biddabari

**উত্তরমালা**

| | |
|---|---|
| ১ | খ |
| ২ | ক |
| ৩ | ক |
| ৪ | খ |
| ৫ | ঘ |
| ৬ | খ |
| ৭ | ক |
| ৮ | খ |
| ৯ | গ |
| ১০ | গ |

**এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।**